সুশীল শেঠি এবং আরেকজন

বনাম

অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

২০২০ সালের ৩১শে জানুয়ারি

২০২০ সালের ফৌজদারি আপীল নং ১২৫

[অশোক ভূষণ এবং এম. আর. শাহ. বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩:

ধারা ৪৮২--এর অধীনে আবেদন--দুই অভিযুক্তের দ্বারা (একটি কোম্পানির পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক)--তাদের বিরুদ্ধে আইপিসির ৪২০ ধারার সাথে ১২০খ ধারার অধীনে ফৌজদারি মামলা বাতিল করার জন্য--হাইকোর্ট আবেদনটি খারিজ করে দেয়--সুপ্রিম কোর্টে আপিল--স্থির হয়েছেঃ অভিযোগে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং প্রমাণ নেই যে অভিযুক্তের প্রতারণামূলক এবং অসৎ উদ্দেশ্য ছিল--আইপিসির ধারা ৪২০ এর অধীনে অপরাধের জন্য কোনও প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়নি--অভিযোগের প্রধান অভিযোগটি সেই সংস্থার বিরুদ্ধে যা পক্ষ নেয়নি--অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও অভিযুক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার অভিযোগও নেই--অধিকন্তু, আইন অর্থাৎ আইপিসিতে এই ধরনের ক্ষতিকারক দায়বদ্ধতা নির্ধারণের কোনও বিধান নেই--অভিযোগপত্র দাখিলের ১৩ বছর পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছিল--অতএব, ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল হওয়ার যোগ্য--দণ্ডবিধি, ১৮৬০--এর ধারা ১২০খ-এর সাথে পঠিত ধারা ৪২০।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির হয়েছে: ১) আই. পি. সি-র ১২০খ ধারার সঙ্গে পঠিত ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আপীলকারীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তবে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আই. পি. সি-তে এবং/অথবা এমনকি চার্জশিটে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং অভিযোগ নেই যে অভিযুক্তের প্রতারণামূলক এবং অসৎ উদ্দেশ্য লেনদেনের শুরু থেকেই ছিল। এটাও মনে রাখা দরকার যে কোম্পানি এবং সরকারের মধ্যে চুক্তিটি ছিল নুরাং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সরবরাহ এবং কমিশনিংয়ের জন্য, যার মধ্যে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিটও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আপীলকারীরা অন্য প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে প্রকল্পের জন্য টারবাইনগুলি কিনেছিলেন। কোম্পানিটি বিদ্যুৎ প্রকল্পে উল্লিখিত টারবাইনগুলি ব্যবহার করেছিল। চুক্তিটি ১৯৯৩ সালে হয়েছিল। এরপর ১৯৯৬ সালে প্রকল্পটি চালু করা হয়।

১৯৯৭ সালে বিদ্যুৎ বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রমাণ করে একটি শংসাপত্র জারি করে। এমনকি ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে ত্রুটিযুক্ত দায়বদ্ধতার মেয়াদ শেষ/শেষ হয়ে যায়। ২০০০ সালে তিনটি টারবাইনের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি পাওয়া যায়। অবিলম্বে, টারবাইনগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়। বিদ্যুৎ প্রকল্পটি ঠিক শুরু থেকেই-১৯৯৬ সাল থেকে কাজ শুরু করে। কোম্পানি/আপিলকারীদের উদ্দেশ্য যদি সরকারকে প্রতারণা করা হত তবে তারা ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত টারবাইনগুলি প্রতিস্থাপন করত না। যে কোনও ক্ষেত্রে, অভিযোগে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং প্রমাণ নেই যে চুক্তিতে প্রবেশের সময় অভিযুক্তদের প্রতারণামূলক বা অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। অতএব, এটা বলা যায় না যে আইপিসি-র ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য একটি প্রাথমিক মামলাও তৈরি করা হয়েছে।

হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল (১৯৯২) সম্পূরক. ১ এস. সি. সি. ৩৩৫: [১৯৯০] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর. ২৫৯; ফেসা হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ৮ এস. সি. সি. ২৯৩: [২০১৫] ৪ এস. সি. আর. ২৭; হিরালাল হরিলাল ভগবতী বনাম সি. বি. আই, নিউ দিল্লি (২০০৩) ৫ এস. সি. সি. ২৫৭: [২০০৩] ৩ এস. সি. আর. ১১১৮; ভি ভি. জোস এবং আরেকজন বনাম গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন (২০০৯) ৩ এস. সি. সি. ৭৮: [২০০৮] ১৭ এস. সি. আর. ৫৮৮; শরদ কুমার সংঘি বনাম সংগীতা রানে (২০১৫) ১২ এস. সি. সি. ৭৮১: [২০১৫] ২ এস. সি. আর. ১৪৫; ইন্দরমোহন গোস্বামী বনাম উত্তরঞ্চল রাজ্য (২০০৭) ১২ এসসিসি ১ঃ [২০০৭] ১০ এসসিআর ৮৪৭- নির্ভর করা হয়েছে।

২) প্রধান অভিযোগগুলি কোম্পানির বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে। সংস্থাটিকে পক্ষভুক্ত করা হয়নি। অভিযোগগুলি যথাক্রমে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা এমনকি পরিচালকের বিরুদ্ধেও কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। পরোক্ষ দায়বদ্ধতার জন্য কোনও অভিযোগ নেই। দণ্ডবিধিতে পরিচালন পরিচালক বা সংস্থার পরিচালকদের পক্ষ থেকে পরোক্ষ দায়বদ্ধতার সংযুক্তির কোনও বিধান নেই যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি সংস্থাটি। পরিচালন পরিচালক এবং পরিচালকের পরোক্ষ দায়বদ্ধতার উদ্ভব হবে যদি সংবিধানে এই বিষয়ে কোনও বিধান বিদ্যমান থাকে। নিঃসন্দেহে আইনে এই ধরনের ক্ষতিকারক দায়বদ্ধতা নির্ধারণের বিধান থাকা উচিত।

এমনকি উক্ত উদ্দেশ্যেও, অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় অভিযোগ করা বাধ্যতামূলক যা পরোক্ষ দায়বদ্ধতার গঠনকারী বিধানগুলিকে আকর্ষণ করবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিলকারীদের বিরুদ্ধে যথাক্রমে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার মতো কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতেও, "প্রতারিত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল এবং বাতিল করা প্রয়োজন।

মাকসুদ সাইয়েদ বনাম গুজরাট রাজ্য (২০০৮) ৫ এস. সি. সি ৫৬৮: [২০০৭] ৯ এস. সি. আর ১১১৩-এর উপর নির্ভরশীল।

৩) এটি সিআরপিসির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এবং আইপিসির ৪২০খ ধারার সাথে পঠিত ১২০ ধারার অধীনে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার জন্য একটি উপযুক্ত মামলা। আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা তাদের জন্য অযৌক্তিক হয়রানি হবে। আইপিসির ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য কোনও প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়নি। আইপিসির ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আপিলকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযুক্ত এফআইআর এবং চার্জশিট এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

৪) তবে, এটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং স্পষ্ট করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা হয়েছে এবং 'কেবল আপীলকারীদের বিরুদ্ধে' বাতিল করা হয়েছে এবং অন্য কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নয় যার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছিল এবং আইন অনুসারে অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যধারা অব্যাহত থাকবে।

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন বনাম এনইপিসি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০০৬) ৬ এস. সি. সি ৭৩৬: [২০০৬] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৭০৪; জোসেফ সালভারাজা এ বনাম গুজরাট রাজ্য (২০১১) ৭ এস. সি. সি ৫৯: [২০১১] ৮ এস. সি. আর ৮১৫-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার প্রসঙ্গ

[১৯৯০] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ২৫৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩.১৮
[২০০৩] ৩ এস. সি. আর ১১১৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩.১৮
২০০৬] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৭০৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩.১৮
[২০০৮] ১৭ এস. সি. আর ৫৮৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩.১৮

[২০১৫] ৪ এস. সি. আর ২৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩.১৮
[২০১৫] ২ এস. সি. আর ১৪৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩.১৮
[২০১১] ৮ এস. সি. আর ৮১৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭.৬
[২০০৭] ১০ এস. সি. আর ৮৪৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭.৭
[২০০৭] ৯ এস. সি. আর ১১১৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮.২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১২৫।

২০১৭ সালের ফৌজদারি পিটিশন নং ৩৬ (এপি)-তে গুয়াহাটি হাইকোর্টের ০৭.০৯.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

আপিলকারীদের পক্ষে হরিন পি. রাভাল, প্রবীণ আইনজীবী, আনন্দ মুখার্জি, আইনজীবীগণ।

সঞ্জয় জৈন, এ. এস. জি, অভিমন্যু তিওয়ারি, সুশ্রী এলিজা বার, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবী,

আদালতের রায় প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি।

১) ২০১৭ সালের ৩৬ নং ফৌজদারি আবেদনে (এপি) ইটানগরের গুয়াহাটি হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ০৭.০৯.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করছি, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট আপিলকারীদের দ্বারা জিআর মামলা নং ০৫/২০০/২৯৪ বাতিল এবং ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য দায়ের করা উক্ত ফৌজদারি আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে, মূল অভিযুক্ত নং ১ এবং ২ বর্তমান আপিলটি করেছেন।

২) আপিলকারী নং ১ হলেন এম/এস এসপিএমএল ইনফ্রা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যা পূর্বে এম/এস সুভাষ প্রজেক্ট মার্কেটিং লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল, এবং আপিলকারী নং ২ হলেন উক্ত ফার্ম এম/এস এসপিএমএল ইনফ্রা লিমিটেডের পরিচালক। এম/এস এসপিএমএল ইনফ্রা লিমিটেড হল একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যা ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত। এম/এস এসপিএমএল ইনফ্রা লিমিটেড এবং অরুণাচল প্রদেশ সরকারের মধ্যে ১৮.০৩.১৯৯৩ তারিখে নুরাং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ, সরবরাহ এবং কমিশনিংয়ের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট প্রায় ২৪.৯৬ কোটি টাকা মূল্যের বিনিময়ে তৈরি করা হয়েছিল। চুক্তির ২(গ) ধারা অনুসারে, কাজের ত্রুটি দায়বদ্ধতার সময়কাল ১৮ মাস ছিল। প্রকল্পটি ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে চালু করা হয়েছিল। এম/এস এসপিএমএল ইনফ্রা লিমিটেডের কাজের ত্রুটি দায়বদ্ধতার সময়কাল ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেষ হয়ে যায়।

এরপর প্রকল্পটি কার্যকর হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে এবং আপিলকারীদের মতে ২০.০৯.১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটি ৯০ লক্ষ কিলোওয়াট ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিল। আপীলকারীদের মতে, এই প্রকল্পটিও আজ চালু রয়েছে। উত্তরদাতাদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ প্রদানের বিষয়ে কিছু বিরোধ ছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ প্রদান না করার কারণে আপীলকারীরা উত্তরদাতাদের ৩১.০৩.২০০০-এর আগে প্রকল্পটি গ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

২.১) এরপরে, বিবাদীরা - মূল অভিযোগকারী, আপিলকারীদের এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জং থানা মামলা নং ০৫/২০০০-এ আইপিসির ৪২০ ধারার অধীনে অভিযোগ দায়ের করেন, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে অভিযোগ করা হয় যে আপিলকারীরা চুক্তির বিধান লঙ্ঘন করে নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ করেছেন, যেখানে নিকেল এবং ক্রোমিয়ামের নির্দিষ্ট শতাংশ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ছিল। অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছিল যে আপিলকারীদের চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। অভিযোগ অনুসারে, কারখানার শারীরিক পরিদর্শনের সময়, ডিওপি দেখেছিল যে তিনটি রানার টারবাইন, যেমন, টারবাইন নম্বর ১, ২ এবং ৩ ফাটল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অতএব, ক্ষতিগ্রস্ত উপাদানগুলি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং কলকাতার ন্যাশনাল টেস্ট হাউস তাদের প্রতিবেদন জমা দেয় এবং দেখা যায় যে ভাঙা রানারের রাসায়নিক সংমিশ্রণে ৫.২৮% নিকেল এবং ৭.৫% ক্রোমিয়াম পাওয়া গেছে, যা চুক্তি অনুসারে স্পেসিফিকেশনের পরিপন্থী ছিল। অতএব, অভিযোগ করা হয়েছিল যে এম/এস এস. পি. এম. এল, কলকাতা নিম্নমানের টারবাইন সরবরাহ করেছিল যার মধ্যে এম. ও. ইউ-এর নির্দিষ্টকরণ অনুসারে উপকরণের সংমিশ্রণ ছিল না, যার ফলে রানার টারবাইন বালতিগুলির ঘন ঘন ক্ষতি হত। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে, একটি এফ. আই. আর দায়ের/নিবন্ধিত হয়েছিল। মনে হয় যে তদন্ত চলাকালীন তদন্তকারী আধিকারিক উচ্চতর দামে চুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অবৈধতা/নিয়মিততা খুঁজে পেয়েছেন/আবিষ্কার করেছেন। এমনকি তদন্ত চলাকালীনও তদন্তকারী আধিকারিক কিছু আধিকারিককে কর্তব্যে অবহেলা ও অবহেলার জন্য দায়ী বলে খুঁজে পান এবং জানা যায় যে চার্জশিটে উল্লিখিত আধিকারিকরা অরুণাচল প্রদেশ সরকারকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে এম/এস এস. পি. এম. এল ইনফ্রা লিমিটেড ফার্মের সঙ্গে জড়িত/জড়িত ছিলেন। তদন্ত শেষ হওয়ার পর, তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৮.০৫.২০০৪ তারিখে আপিলকারী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০-খ এবং ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য চূড়ান্ত প্রতিবেদন/চার্জশিট দাখিল করেন।

২.২) আপীলকারীদের মতে, তারা ২০১৭ সাল পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর এবং চার্জশিট দাখিলের বিষয়ে অবগত ছিলেন না এবং

এফআইআর এবং তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরে, আপিলকারীরা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে উপরোক্ত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য হাইকোর্টের কাছে একটি আবেদন পেশ করেন। আপীলকারীদের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বিষয়টি চুক্তির সাথে সম্পর্কিত এবং তাই সম্পূর্ণরূপে একটি দেওয়ানি ও চুক্তিগত বিরোধকে অপরাধের রঙ দেওয়া হয়েছে এবং তাও একটি খারাপ উদ্দেশ্যের সাথে কারণ তারা উত্তরদাতাদের প্রাপ্য এবং প্রদেয় রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণ প্রদানের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। আপীলকারীদের পক্ষে এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে তারা এম/এস এস. পি. এম. এল ইনফ্রা লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক-একটি সংস্থা এবং সংস্থাটিকে অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোনও অভিযোগ নেই যে আপিলকারীরা কোম্পানির বিষয়গুলির দায়িত্বে ছিলেন এবং তাই পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন। তাদের জমা দেওয়ার সমর্থনে যোগ্যতার ভিত্তিতে আরও অনেক জমা দেওয়া হয়েছিল যে আইপিসি ধারা ৪২০ এর অধীনে অপরাধটি মোটেও তৈরি করা হয়নি। এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে যত তাড়াতাড়ি সংস্থা/আপিলকারীদের ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, ত্রুটি দায়বদ্ধতার সময়কাল শেষ হওয়া সত্ত্বেও, তারা ২০০০ সালে টারবাইনগুলি পরিবর্তন করেছিল। এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে পুরো প্রকল্পটি চলছে এবং এমনকি এখনও চলছে।

২.৩) বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে অস্বীকার করেছে। বাতিলকরণ আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার সময়, হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে কেবল আপীলকারীদের বিরুদ্ধে নয়, অরুণাচল প্রদেশ সরকারের সংযুক্ত সংস্থার নির্বাহী ও প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে এবং নিম্নমানের রানার টারবাইন সরবরাহ এবং নিম্নমানের রানার টারবাইনগুলি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে যা নির্দিষ্ট মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এবং অন্যান্য সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ধারা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ এর অধীনে অনুরূপ আবেদন নিয়ে আসেনি এবং তাই এই পর্যায়ে কেবল আপীলকারীদের বিরুদ্ধে মামলাটি আলাদা করা সম্ভব নয়।

২.৪) সিআরপিসির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং আদেশে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করে, মূল অভিযুক্ত নং ১ এবং ২ - এম/এস এসপিএমএল ইনফ্রা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক বর্তমান আপিলটি করেছেন।

৩) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী হরিন পি. রাভাল জোরালোভাবে বলেছেন যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ না করে এবং ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল না করে হাইকোর্ট গুরুতর ভুল করেছে।

৩.১) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও বলেন যে, হাইকোর্ট এই সত্যটি উপলব্ধি করতে এবং বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, অভিযুক্ত ফৌজদারি কার্যধারার মাধ্যমে অভিযোগকারী সম্পূর্ণরূপে একটি দেওয়ানি বিরোধকে ফৌজদারি মামলায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন।

৩.২) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও বলেন যে, হাইকোর্ট এই বিষয়টি বিবেচনা ও মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, এফআইআর-এ থাকা অভিযোগগুলি আপাতদৃষ্টিতে নেওয়া হলেও এবং সম্পূর্ণরূপে সঠিক বলে ধরে নেওয়া হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে না, যা একটি আমলযোগ্য অপরাধও নয়।

৩.৩) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও বলেন যে, অভিযোগ/এফআইআর দায়েরের অনেক আগে ত্রুটি দায়বদ্ধতার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি হাইকোর্ট যথাযথভাবে উপলব্ধি করেনি এবং বিবেচনা করেনি। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, এফআইআর-এর সম্পূর্ণ অংশে এমন কিছু নেই যা পক্ষগুলির মধ্যে লেনদেনের সূচনা থেকে প্রতারণামূলক এবং অসৎ উদ্দেশ্যের অস্তিত্বের উপাদানকে দূর থেকেও ইঙ্গিত করে।

৩.৪) আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও দাখিল করেছেন যে, অভিযোগ/এফআইআর দায়েরের অনেক আগেই ত্রুটিপূর্ণ দায়বদ্ধতার সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি হাইকোর্ট যথাযথভাবে উপলব্ধি করেনি এবং বিবেচনা করেনি।

৩.৫ আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও বলেন যে, তার পরেও কোম্পানি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চালিয়ে যায় এবং প্রকল্পটি চলছে। এটি জমা দেওয়া হয় যে প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি ১৯৯৬ সালে চালু করা হয়েছিল এবং প্রকল্পটি বিদ্যুৎ দফতরের জারি করা শংসাপত্রের পরেও ২০.০৯.১৯৯৮ পর্যন্ত ৯০ লক্ষ কিলোওয়াট ইউনিট উৎপাদন করেছে।

৩.৬) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও বলেন যে, হাইকোর্ট এই সত্যটিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, অভিযুক্ত এফআইআর এবং পরবর্তীকালে দায়ের করা অভিযোগটি একটি খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে দায়ের করা হয়েছে এবং সংস্থাটি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ প্রদানের দাবি করার পরে।

৩.৭) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও বলেন যে, হাইকোর্টের এই বিষয়টি উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ না দেওয়ার কারণে অভিযোগকারীকে '৯.৩.২০০০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরই' ২৬.০৬.২০০০"-এ এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

৩.৮) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও বলেন যে, হাইকোর্ট এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে এবং বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধগুলি সালিশকারীদের সামনে বিচারাধীন ছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে প্রকৃতপক্ষে বৈধ বকেয়া অর্থ প্রদান অস্বীকার করার কারণে সংস্থাটিকে সালিশ প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়েছিল।

৩.৯) আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও দাখিল করেছেন যে অভিযোগ/এফআইআর-এ বর্ণিত বক্তব্য এবং অভিযোগগুলি দেখে বলা যায় না যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটনের উপাদানগুলি তৈরি করা হয়েছে। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে এফআইআর-এ এমন কোনও অভিযোগ নেই যে আপিলকারীরা বিবাদী-রাষ্ট্রের সাথে চুক্তির শুরু থেকেই অসৎ এবং প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন।

৩.১০) আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও দাখিল করেছেন যে এফআইআর-এ থাকা অভিযোগগুলি সর্বাধিকভাবে বিরোধের দিকে ইঙ্গিত করেছে, অর্থাৎ চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন সম্পর্কিত এবং তাই সর্বোত্তমভাবে দেওয়ানি দায়বদ্ধতার জন্ম দিতে পারে।

৩.১১) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও বলেন যে, এম/এস এস. পি. এম. এল ইনফ্রা লিমিটেডের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি এবং এম/এস এস. পি. এম. এল ইনফ্রা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক হিসাবে কেবল আপীলকারীরা অভিযুক্ত হিসাবে যোগ দিয়েছেন বলে হাইকোর্ট বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, মূল কোম্পানিকে অভিযুক্ত হিসেবে যুক্ত না করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ধারা অনুসারে, এই আদালতের মতে, শুধুমাত্র কোম্পানির পরিচালকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।

৩.১২) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও জমা দিয়েছেন যে, অন্যথায়ও অভিযোগের কোনও প্রমাণ এবং অভিযোগ নেই যে আপীলকারীরা কোম্পানির প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাই তারা কোম্পানির কাজের জন্য পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন।

৩.১৩) আপীলকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও বলেন যে, হাইকোর্ট এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ১৯৯৮ সালে ত্রুটির দায়বদ্ধতার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তারপরেও প্রধান প্রকৌশলী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার এবং ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে এটি চালু হওয়ার বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রমাণ করে শংসাপত্র জারি করেছিলেন, পরবর্তীকালে যে ত্রুটিগুলি সনাক্ত করা হয়েছিল তা ত্রুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও নিরাময় করা হয়েছিল এবং এমনকি সংস্থাটি টারবাইনগুলিও পরিবর্তন করেছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে তাই যদি সংস্থা এবং/অথবা আপীলকারীদের উদ্দেশ্য প্রতারণা করা হত, তবে সেই ক্ষেত্রে তারা রানার বালতি পরিবর্তন/প্রতিস্থাপন করত না।

৩.১৪) শ্রী রাভাল আপীলকারীদের পক্ষ থেকে আরও বলেন যে হাইকোর্ট পুরো চুক্তিতে আপীলকারী এবং তাদের সংস্থার ভূমিকাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন ও বিবেচনা করেনি। এটি জমা দেওয়া হয় যে পুরো চুক্তিটি 'আপীলকারী এবং সংস্থার দ্বারা টারবাইন এবং রানার বালতি তৈরি করার জন্য নয়, বরং কেবল প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করে উত্তরদাতাদের সরবরাহ করার জন্য ছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে সংস্থাটি' প্রস্তুতকারকের জারি করা শংসাপত্রের উপর নির্ভর করে এবং প্রকল্পে কেবল উল্লিখিত টারবাইনগুলি ব্যবহার করেছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে আপীলকারীদের কোনও 'উত্পাদন ত্রুটির জন্য ফৌজদারি দায়বদ্ধতার সাথে যুক্ত করা যাবে না যখন এটি আপিলকারী এবং তাদের সংস্থার ক্ষেত্রেও ছিল না।

৩.১৫) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও বলেন যে, অন্যথায় যখন তদন্তকারী আধিকারিকের দ্বারা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে, তখনও চার্জশিট এফআইআর-এর অভিযোগ এবং বক্তব্যের অনেক বাইরে চলে গেছে।

৩.১৬) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও বলেন যে, যদিও অভিযোগ/এফআইআর-এ কোনও অভিযোগ ছিল না, তবুও পুলিশ কর্তৃপক্ষ যে প্রকল্পের মাধ্যমে এম/এস এস. পি. এম. এল ইনফ্রা লিমিটেডকে নির্বাচিত করা হয়েছিল তার বাণিজ্যিক কার্যকারিতা খতিয়ে দেখেছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে কেবলমাত্র টারবাইনগুলির কথিত উৎপাদন খরচ এবং সংস্থা দ্বারা উদ্ধৃত হারের মধ্যে ব্যবধানের কারণে, আপীলকারীদের প্রতারণার ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। এটি জমা দেওয়া হয় যে এইভাবে সংস্থাটি সর্বনিম্ন দরদাতা ছিল এবং দরপত্র কমিটি দ্বারা যথাযথ আলোচনার পরে চুক্তিটিকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

৩.১৭) আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাভাল আরও জমা দিয়েছেন যে হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাই এর উপর অর্পিত এখতিয়ার প্রয়োগ করেনি।

৩.১৮) হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ (১) এস. সি. সি ৩৩৫; হিরালাল হরিলাল ভগবতী বনাম সি. বি. আই, নয়াদিল্লি (২০০৩) ৫ এস. সি. সি ২৫৭; ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন বনাম এন. ই. পি. সি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০০৬) ৬ এস. সি. সি ৭৩৬; ভি. ভি. জোস এবং আরেকজন বনাম গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন (২০০৯) ৩ এস. সি. সি ৭৮; ভেসা হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ৮ এস. সি. সি ২৯৩; এবং শরদ কুমার সংঘি বনাম সংগীতা রানে (২০১৫) ১২ এস. সি. সি ৭৮১-এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত জমা দেওয়া এবং এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিল এবং বাতিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

৪) বর্তমান আপিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী-অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য।

৪.১) বিবাদী-রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী এবং মূল অভিযোগকারীর পক্ষে আইনজীবী জোরালোভাবে দাখিল করছেন যে, সরকারকে বিপুল জনসাধারণের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ/সরবরাহ এবং এই জাতীয় উপকরণের জন্য অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য প্রাথমিকভাবে মামলা পাওয়া গেছে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

৪.২) উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, আপীলকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসি ১২০খ-র সঙ্গে পঠিত ধারা ৪২০-এর অধীনে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন অনুসারে এবং এমনকি তদন্তের সময় প্রকাশিত হিসাবে আপীলকারীরা নিম্নমানের রানার টারবাইন সরবরাহ করেছিলেন, যা অভিযুক্তরা ব্যবহার করেছিলেন যদিও তারা নির্দিষ্ট মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এটি জমা দেওয়া হয় যে তাই সরকারকে প্রতারণা করার জন্য অভিযুক্তদের মধ্যে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়েছে।

৪.৩) উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত উপাদান/প্রমাণ রয়েছে এবং তাই এটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির ধারা ৪২০, ১২০খ এর অধীনে অপরাধ সংঘটনের জন্য মামলা দায়ের করা যেতে পারে।

৪.৪) উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, আপিলকারী/সংস্থার দ্বারা শুরু করা সালিশ কার্যধারার সঙ্গে ফৌজদারি বিরোধের কোনও সম্পর্ক নেই। তাই এটি বলা যায় না যে দেওয়ানি বিরোধকে ফৌজদারি বিরোধে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.৫) উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে যে, অন্যথায় এই আদালত যে রায় দিয়েছে যে কোনও কার্যধারার দেওয়ানি প্রকৃতি রয়েছে তার অর্থ এই নয় যে কোনও অপরাধমূলকতার অস্তিত্ব নেই।

৪.৬) উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, তদন্ত চলাকালীন দেখা গেছে যে, চেন্নাইয়ের কার্তিক স্টিল লিমিটেড এম/এস এস. পি. এম. এল ইনফ্রা লিমিটেড দ্বারা সরবরাহকৃত উপাদানগুলি পরীক্ষা করেছে এবং প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে উপকরণগুলি নিম্নমানের ছিল। তাই এটি একটি স্পষ্ট মামলা যে আপীলকারীদের বিভাগে সরবরাহ করা উপকরণগুলির নিম্নমানের বিষয়ে পূর্ব জ্ঞান ছিল।

৪.৭) উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে তদন্ত চলাকালীন, এটি পাওয়া গেছে যে আপিলকারীরা কেবল নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ করে ডিওপিকে প্রতারণা করেনি, তবে তারা তিন রানার বালতি টারবাইনগুলির জন্য অত্যধিক হারও আদায় করেছে যদিও তারা জানে যে উক্ত রানার বালতিগুলি সন্তুষ্টির মতো ছিল না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে তদন্তের সময় এটি রেকর্ড করা হয়েছে যে টারবাইনগুলি চেন্নাইয়ের এম/এস বেকন নেয়ারপিক দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং আপিলকারীরা এবং উত্পাদন সংস্থা দ্বারা উদ্ধৃত হারের তুলনা করা হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এটি পাওয়া গেছে যে উৎপাদনকারী সংস্থার মতে খরচ ছিল ১,৬১,০৪,০০০ টাকা, তবে, এম/এস এসপিএমএল ইনফ্রা লিমিটেড ৫,১৮,৫০,০৪৯/- টাকা চার্জ করেছে। সুতরাং, হারে পার্থক্য ছিল ৩,৫৭,৪৬,০৪৯/- টাকা। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে তাই পক্ষগুলির মধ্যে লেনদেন শুরু হওয়ার থেকে একটি প্রতারণামূলক এবং অসৎ উদ্দেশ্য ছিল।

৪.৮) উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, এইভাবে তিনগুণ বেশি হারে নিম্নমানের উপাদান সরবরাহ এবং উপাদানের নিম্নমানের গুণমান সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান দেখায় যে, আপীলকারীদের ডিওপি/অরুণাচল প্রদেশ সরকারকে উচ্চতর দামে নিম্নমানের উপাদান সরবরাহ করার অপরাধমূলক অভিপ্রায় ছিল। আপীলকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির ১২০খ-র সঙ্গে পঠিত ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য যথাযথভাবে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে।

৪.৯) বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করছেন যে আপিলকারী নং ১ হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আপিলকারী নং ২ হলেন কোম্পানি-মেসার্স এসপিএমএল ইনফ্রা লিমিটেডের পরিচালক এবং তাই কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক হিসেবে, স্বাভাবিকভাবেই তারা কোম্পানির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন এবং তাই তারা দায়বদ্ধ। দাখিল করা হচ্ছে যে হাইকোর্ট কর্তৃক বিতর্কিত রায় এবং আদেশে উপরোক্ত বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। দাখিল করা হচ্ছে যে হাইকোর্ট কর্তৃক যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা হলেও এই পর্যায়ে কেবল আপিলকারীদের মামলা পৃথক করা সম্ভব নয়।

৪.১০) উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, আপীলকারীদের পক্ষ থেকে যা কিছু জমা দেওয়া হয় তা তাদের প্রতিরক্ষা যা বিচারের সময় বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পর, তদন্তকারী সংস্থা আপিলকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইপিসির ধারা ৪২০ এবং ১২০বি এর অধীনে অপরাধের জন্য চার্জশিট দাখিল করেছে এবং বিশেষ করে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে সিআরপিসির ধারা ৪৮২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, যে ক্ষমতাগুলি সীমিতভাবে এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা প্রয়োজন, যেমনটি এই আদালত সিদ্ধান্তের শ্রেণীতে পর্যবেক্ষণ করেছে।

৪.১১) উপরোক্ত দাখিলগুলি পূরণ করে এবং ২০১৯ সালের এসসিসি অনলাইন এসসি ১৮২ (২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২৫৫, ১২.০২.২০১৯ তারিখে রায় দেওয়া) -এ প্রতিবেদন করা সৌ কমল শিবাজি পোকারনেকার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বর্তমান আপিল খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

৫) আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষের আইনজীবীদের কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে শুনেছি। আমরা তদন্তকারী সংস্থার দায়ের করা চার্জশিটের পাশাপাশি এফআইআর-এর অভিযোগ ও অভিযোগগুলিও খতিয়ে দেখেছি এবং বিবেচনা করেছি।

৫.১) শুরুতে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আইপিসির ১২০খ ধারার সঙ্গে পঠিত ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আপীলকারীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। বিতর্কিত রায় এবং আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর এবং চার্জশিট বাতিল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

অতএব, এই আদালতের বিবেচনার জন্য যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা হল, সিআরপিসির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আইপিসির ১২০খ ধারার সাথে পঠিত ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আপিলকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর এবং চার্জশিট বাতিল করার জন্য মামলা করা হয়েছে কিনা?

৬) এফআইআর-এর অভিযোগ এবং অভিযোগ বিবেচনা করে, এমনকি চার্জশিট বিবেচনা করলে মূল অভিযোগ হল যে, এম/এস এসপিএমএল ইনফ্রা লিমিটেড নামক কোম্পানিটি নিম্নমানের উপকরণ-রানার বাকেট টারবাইন সরবরাহ করেছিল এবং সরবরাহকৃত রানার বাকেট টারবাইনগুলি প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে ছিল না। এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, মেসার্স এসপিএমএল ইনফ্রা লিমিটেড কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর/অভিযোগ/চার্জশিট নেই এবং আপিলকারীদের যথাক্রমে মেসার্স এসপিএমএল ইনফ্রা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালক হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এফ. আই. আর এবং এমনকি চার্জশিট খালি পড়েও, লেনদেনের শুরু থেকেই সরকারকে প্রতারণা করার প্রতারণামূলক এবং অসৎ উদ্দেশ্য ছিল বলে কোনও অভিযোগ নেই। এমনকি এফ. আই. আর/চার্জশিটে নির্দিষ্ট অভিযোগ ও অভিযোগ রয়েছে যে আপিলকারীরা কোম্পানির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন এবং এর ফলে পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন। উপরোক্ত বিষয়টির আলোকে, আই. পি. সি-র ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার আবেদন বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৭) আইপিসির ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আপিলকারীদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার জন্য আপিলকারীদের আবেদন বিবেচনা করার সময়, সিআরপিসির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে এই আদালতের কয়েকটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৭.১) ভজন লালের ক্ষেত্রে (উপরোক্ত), অনুচ্ছেদ ১০২-এ, এই আদালত উদাহরণের মাধ্যমে মামলাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছে যেখানে ধারা ২২৬-এর অধীনে ক্ষমতা অথবা ধারা ৪৮২-এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা যেকোনো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য অথবা অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ১০২-এ, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপে ধরা হয়েছে:

"১০২) অধ্যায় XIV এর অধীনে কোডের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যা এবং ধারা ২২৬ এর অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোডের ধারা ৪৮২ এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির পটভূমিতে, যা আমরা উপরে উদ্ধৃত এবং পুনরুত্পাদন করেছি,

আমরা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি দিচ্ছি, যেখানে কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে চ্যানেলাইজড এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র স্থাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং অসংখ্য ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, বিধির ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত বিধির ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না যা বিধির ধারা ১৫৫ (২) এর অধীনে বিবেচিত হয়।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে, যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করার যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যে আইনের অধীনে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়) কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠান এবং কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং/অথবা যেখানে কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনে একটি নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা সংক্ষুব্ধ পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারা স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে এবং/অথবা যেখানে কার্যধারা চলছে, সেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে প্রবর্তন করা হয়েছে।"

এই আদালতের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে এই আদালত দ্বারা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অনুসরণ করা হয়েছে।

৭.২) ভেসা হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেডের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে, চুক্তির প্রতিটি লঙ্ঘন প্রতারণার অপরাধের জন্ম দেবে না এবং কেবল সেই ক্ষেত্রেই চুক্তি লঙ্ঘন প্রতারণার সমান হবে যেখানে শুরুতে কোনও প্রতারণা করা হয়েছিল। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে প্রতারণার অপরাধ গঠনের উদ্দেশ্যে, অভিযোগকারীকে দেখাতে হবে যে প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব করার সময় অভিযুক্তের প্রতারণামূলক বা অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এমন কোনও ক্ষেত্রে যেখানে অভিযুক্তের পক্ষ থেকে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করা হয়, প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় কোনও দোষী অভিপ্রায়ের অভাবে অনুপস্থিত থাকলে আইপিসির ধারা ৪২০-এর অধীনে কোনও অপরাধ করা হয়নি বলে বলা যেতে পারে। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং বলা হয় যে অভিযোগের অভিযোগগুলি প্রতারণার ফৌজদারি অপরাধ প্রকাশ করে কিনা তা আসল পরীক্ষা।

৭.৩) হীরালাল হরিলাল ভগবতীর (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে, ৪০ অনুচ্ছেদে, এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছেঃ

"৪০) এটি একটি নিষ্পত্তি আইন, সিদ্ধান্তের একটি ক্যাটনা দ্বারা, যে প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রতারণার অপরাধ, অভিযোগকারীকে দেখাতে হবে যে

সুশীল শেঠি বনাম অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য ৫৯৭

[এম. আর. শাহ, বিচারপতি]

অভিযুক্তের প্রতিশ্রুতি বা উপস্থাপনা করার সময় প্রতারণামূলক বা অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীকালে প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হওয়া থেকে শুরু করে, ঠিক শুরুতে অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় এই ধরনের অপরাধমূলক উদ্দেশ্য অনুমান করা যায় না। নথি থেকে দেখা যায় যে ছাড়ের শংসাপত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত ছিল যা মেশিনটি আমদানির পরে মেনে চলা প্রয়োজন ছিল। যেহেতু জিসিএস তা মেনে চলতে পারেনি, তাই ছাড়ের শংসাপত্রের সুবিধা না নিয়ে যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব প্রদান করেছে। জিসিএস-এর আচরণ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে অব্যাহতির জন্য আবেদন করার সময় জিসিএস বা আপিলকারীদের কোনও পদাধিকারী হিসেবে কোনও প্রতারণামূলক বা অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। যেহেতু অসৎ ও প্রতারণামূলক অভিপ্রায় ছিল না, তাই দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধ করার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা সামগ্রিকভাবে চার্জশিটটি পড়েছি। প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে বা চার্জশিটে কোনও অভিযোগ নেই যা প্রতিশ্রুতি বা ভুল উপস্থাপনের সময় থেকেই আপীলকারীদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিতভাবে কোনও ইচ্ছাকৃত প্রতারণা বা প্রতারণামূলক/অসৎ উদ্দেশ্য নির্দেশ করে। সেই ভুল উপস্থাপনাগুলি কী ছিল এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রক কীভাবে প্রতারিত হয়েছিল এবং অভিযুক্ত অপরাধে আপিলকারীদের ভূমিকা কী ছিল সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। আমাদের মতে, আপিলকারীরা শুল্ক ফাঁকি দেওয়া বা ভারত সরকারকে প্রতারণা করার কোনও কারণকে দায়ী করতে পারে না কারণ ক্যান্সার সোসাইটি একটি অলাভজনক সংস্থা এবং তাই, রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা দায়ের করা আপিলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি টেকসই নয়। ডানকান [(১৯৯৬) ৫ এস. সি. সি. ৫৯১:১৯৯৬ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ১০৪৫] এবং সুশীলা রানী [(২০০২) ২ এস. সি. সি. ৬৯৭ (২০০২) ২ শীর্ষ সিদ্ধান্ত]-এর রায় সহ কর বিভেদ সমাধান স্কিম শংসাপত্র স্পষ্টভাবে আপীলকারীদের অন্য কোনও আইনের অধীনে সমস্ত অভিযোগ এবং অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয় একবার এইভাবে দাবি করা দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত অপরাধকে আরও জটিল করা হয়েছে। এটিও নিষ্পত্তি করা আইন যে একবার একটি দেওয়ানি মামলা আপোস করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত অপরাধকে আরও জটিল করা হয়েছে, এর পরে ফৌজদারি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া বিচারিক প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছে যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ ধারার আওতায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনার জন্য, এটি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যে একটি বেআইনি কাজ করার জন্য পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তি ছিল।

এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং বলা হয় যে সরাসরি প্রমাণের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কঠিন।

৭.৪) ভি. ওয়াই. জোসের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে, এটি পর্যবেক্ষণ ও রায় দেওয়া হয়েছে, আদালত বলেছে যে প্রতারণার উপাদানগুলির মধ্যে একটি হল চুক্তি গঠনের শুরু থেকেই প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি বা অস্তিত্বের প্রতারণামূলক বা অসাধু অভিপ্রায়ের অস্তিত্ব। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এটি বলা এক জিনিস যে একটি মামলা বিচারের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং যেহেতু এই জাতীয় ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত নয়, তবে এটি বলা অন্য কথা যে কোনও মামলা না হওয়া সত্ত্বেও একজন ব্যক্তিকে ফৌজদারি বিচারের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

৭.৫) শরদ কুমার সংঘীর (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে, এই আদালত পরিচালন অধিকর্তা বা এমন কোনও সংস্থার কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করার বিষয়টি বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল যেখানে সংস্থাটিকে অভিযোগের পক্ষ হিসাবে সাজানো হয়নি। উপরোক্ত সিদ্ধান্তে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে, নির্দিষ্ট অভিযোগের অভাবে, পরোক্ষ দায়বদ্ধতার ব্যবস্থাপনা অধিকর্তা বিরুদ্ধে অভিযোগ, সংস্থাটিকে পক্ষ হিসাবে সাজানো না হলে, এই ধরনের ব্যবস্থাপনা অধিকর্তা বা কোনও সংস্থার কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও কার্যধারা শুরু করা যাবে না। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যখন কোনও অভিযোগকারী কোনও ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা কোনও সংস্থার কোনও কর্মকর্তাকে যুক্ত করতে চান, তখন পরোক্ষ দায়বদ্ধতার জন্য 'সমতুল্য অভিযোগ' করা অপরিহার্য।

৭.৬) জোসেফ সালভারাজা এ বনাম গুজরাট রাজ্য (২০১১) ৭ এস. সি. সি ৫৯-এর মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে, যখন পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ কেবল একটি দেওয়ানি ভুল এবং ফৌজদারি ভুল নয়, তখন আদালত কোনও ব্যক্তিকে হয়রানির অনুমতি দেবে না, যদিও অপরাধের বিচারের জন্য কোনও মামলা করা হয়নি।

৭.৭) ইন্দর মোহন গোস্বামী বনাম উত্তরাঞ্চল রাজ্য (২০০৭) ১২ নং এস. সি. সি. ১-এর ক্ষেত্রে এই আদালত পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে, আদালতকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, ফৌজদারি মামলা হয়রানির হাতিয়ার হিসাবে বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার জন্য বা অভিযুক্তদের উপর চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে, অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ পরিচালনা করবে এমন কোনও নমনীয় নিয়মের অধীনে আইন প্রণয়ন করা সম্ভব বা কাম্য নয়। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং স্থির করা হয়েছে যে সিআরপিসি-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত এখতিয়ার বিস্তৃত হলেও তা সংযতভাবে, সাবধানে এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই যখন এটি আইনে নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত পরীক্ষাগুলির দ্বারা ন্যায্যতা প্রমাণিত হয়।

৮) মামলার তথ্যের উপর উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করে, আমরা মনে করি যে এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ এবং বিতর্কিত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য একটি উপযুক্ত মামলা।

৮.১) উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, আইপিসির ১২০খ ধারার সঙ্গে পঠিত ধারা ৪২০-এর অধীনে অপরাধের জন্য আপীলকারীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তবে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এফআইআর এবং/অথবা এমনকি চার্জশিটে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং প্রমাণ নেই যে অভিযুক্তের প্রতারণামূলক এবং অসৎ উদ্দেশ্য লেনদেনের শুরু থেকেই ছিল। এটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এম/এস এস. পি. এম. এল ইনফ্রা লিমিটেড এবং সরকারের মধ্যে চুক্তি ছিল তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট সহ নুরাং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সরবরাহ ও চালু করার জন্য। আপীলকারীরা অন্য প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে প্রকল্পের জন্য টারবাইনগুলি কিনেছিলেন। কোম্পানিটি বিদ্যুৎ প্রকল্পে উল্লিখিত টারবাইনগুলি ব্যবহার করেছিল। চুক্তিটি ১৯৯৩ সালে হয়েছিল। তারপর ১৯৯৬ সালে প্রকল্পটি চালু করা হয়। ১৯৯৭ সালে বিদ্যুৎ বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রমাণ করে একটি শংসাপত্র জারি করে। এমনকি ত্রুটির দায়বদ্ধতার মেয়াদও ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে শেষ/শেষ হয়ে যায়। ২০০০ সালে তিনটি টারবাইনের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি পাওয়া যায়। অবিলম্বে, টারবাইনগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়। বিদ্যুৎ প্রকল্পটি শুরু থেকেই কাজ শুরু করে-১৯৯৬ সাল থেকে। কোম্পানি/আপিলকারীদের উদ্দেশ্য যদি অরুণাচল প্রদেশ সরকারকে প্রতারণা করা হত, তবে তারা ত্রুটিযুক্ত বলে প্রমাণিত টারবাইনগুলি প্রতিস্থাপন করত না। যাই হোক না কেন, চুক্তিতে প্রবেশের সময় অভিযুক্তের প্রতারণামূলক বা অসৎ উদ্দেশ্য ছিল বলে অভিযোগের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ বা দাবি নেই। অতএব, উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করে, এটি বলা যায় না যে আইপিসির ধারা ৪২০ এর অধীনে অপরাধের জন্য একটি প্রাথমিক মামলাও তৈরি করা হয়েছে।

৮.২) এটাও মনে রাখতে হবে যে, মূল অভিযোগগুলি কোম্পানির বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে। কোম্পানিকে পক্ষভুক্ত করা হয়নি। অভিযোগগুলি কেবলমাত্র কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা এমনকি ডিরেক্টরের বিরুদ্ধেও কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। পরোক্ষ দায়বদ্ধতার জন্য কোনও অভিযোগ নেই। মকসুদ সাইয়েদ বনাম গুজরাট রাজ্য (২০০৮) ৫ এস. সি. সি ৬৬৮-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে দণ্ডবিধিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা কোম্পানির ডিরেক্টরদের পক্ষ থেকে পরোক্ষ দায়বদ্ধতার জন্য কোনও বিধান নেই যখন অভিযুক্ত সংস্থাটি। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং বলা হয় যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ডিরেক্টরের পরোক্ষ দায়বদ্ধতার উদ্ভব হবে যদি সংবিধিতে সেই পক্ষে কোনও বিধান বিদ্যমান থাকে। আরও দেখা গেছে যে, সংবিধানে নিঃসন্দেহে এই ধরনের পরোক্ষ দায় নির্ধারণের বিধান থাকতে হবে। আরও দেখা গেছে যে, উক্ত উদ্দেশ্যের জন্যও, অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা বাধ্যতামূলক যা পরোক্ষ দায় গঠনকারী বিধানগুলিকে আকৃষ্ট করবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আপীলকারীদের বিরুদ্ধে যথাক্রমে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার মতো কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতেও, বিতর্কিত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল এবং বাতিল করা প্রয়োজন।

৮.৩) এই পর্যায়ে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদিও এফআইআরটি ২০০০ সালে দায়ের করা হয়েছিল এবং চার্জশিটটি ২৮.৫.২০০৪ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছিল, আপিলকারীদের সমন জারি করা হয়েছিল শুধুমাত্র ২০১৭ সালে, অর্থাৎ চার্জশিট দাখিলের তারিখ থেকে প্রায় ১৩ বছর পরে। এই পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট আপত্তিকর ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল এবং বাতিল না করে গুরুতর ভুল করেছেন এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার উপর অর্পিত এখতিয়ার প্রয়োগ না করে ভুল করেছেন।

৯) উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এবং আইপিসির ১২০খ ধারার সঙ্গে পাঠ করা ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আপীলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামলা। আপীলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া তাদের জন্য অযৌক্তিক হয়রানি হবে। উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, আইপিসির ৪২০ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য কোনও প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়নি।

১০) তাত্ক্ষণিক আপিল তদনুসারে অনুমোদিত। হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল করা হয়েছে। আইপিসির ধারা ৪২০ এর অধীনে অপরাধের জন্য আপিলকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযুক্ত এফআইআর এবং চার্জশিট এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

তবে, এটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, আপত্তিকর ফৌজদারি কার্যধারা কেবল আপিলকারীদের বিরুদ্ধে বাতিল এবং বাতিল করা হয়েছে, অন্য কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নয় যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে এবং আইন অনুসারে অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen